ইউনিট- ১

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা

ইউনিট ১ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা

ভূমিকা

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান খুব একটা বেশি দিন আগের কথা নয়। এর আগে শিক্ষকতা করার জন্য শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণ নিতে হতো না। তখন মনে করা হতো শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই শিশুদের পড়াবার যোগ্যতা রাখে। কোন ব্যক্তি নিজে যে ভাবে শিক্ষা লাভ করেছে সেও সেভাবে শিক্ষকতা করতে পারে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিন জ্যাক রুশো প্রথমে মানুষকে মনে করিয়ে দিলেন, যে শিশুরা বড়দের চেয়ে অনেক ভিন্ন। তাদের নিজস্ব জগৎ রয়েছে, তাদের চিন্তা, চেতনা ও শিখন পদ্ধতি সবই ভিন্ন। তাই শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে প্রথমে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর যেভাবে শিক্ষা দিলে তারা সব চেয়ে বেশি উপকৃত হয় ঠিক সেভাবেই শিক্ষা দিতে হবে। ফলে শুরু হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের চর্চা। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা যেখানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করে শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

এই ইউনিটে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের আন্ত সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১.১: শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান
পাঠ- ১.২: শিক্ষা মনোবিজ্ঞান: সংজ্ঞা ও পরিসর
পাঠ- ১.৩: শিখন ও শিক্ষণ

পাঠ ১.১ শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মনোবিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের আন্ত সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

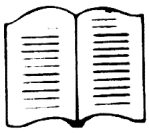

'শাস' থেকে শিক্ষা

প্রথমেই যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে, শিক্ষা কী? তাহলে আপনি কী জবাব দিবেন? হয়ত বলবেন, এ আর এমন কী প্রশ্ন, শিক্ষা হলো নতুন কোন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে নিজের মধ্যে একটা গুনগত পরিবর্তন আনয়ন করা। এটাই যদি আপনার উত্তর হয় তবে আমরা বলবো আপনার উত্তর ঠিক আছে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনে যার অন্তত তিনটি দিক রয়েছে যেমন, জ্ঞানগত পরিবর্তন, আচরণগত পরিবর্তন এবং অনুভূতিগত পরিবর্তন। কখনো শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে কোন একটি পরিবর্তন হয় আবার কখনো একই শিক্ষার মাধ্যমে একাধিক পরিবর্তন ঘটে। যাই হোক, শিক্ষা আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তনই সাধন করুক না কেন এর বুৎপত্তিগত অর্থটিও আমাদের জানা থাকা দরকার। বাংলা ভাষায় শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হল নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। অতএব শাব্দিক অর্থেও শিক্ষা বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন বা কৌশল আয়ত্ত করাকেই বুঝায়।

শিক্ষার একটা ব্যাপক অর্থ রয়েছে, জন্মের পর নিজের পরিবেশকে জানা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ডিগ্রী অর্জন করা এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জানা সব কিছুই শিক্ষার আওতাভূক্ত। অপর দিকে এর একটা সঙ্কীর্ণ অর্থও রয়েছে, যার লক্ষ্য হল শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন। এই শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল সাধারণত বিদ্যালয় জীবন ও পাঠ্যসূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যাপকভাবে বিবেচনা করলে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ। অর্থাৎ তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সুষম বিকাশ সাধন করা। সেজন্যই এই শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট সীমা নেই বরং সারা জীবনব্যাপী ঘরে, বাইরে বা কোন প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই এই শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত।

মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি

শিক্ষা যেহেতু সম্পূর্ণভাবে একটা মানসিক ও আচরণগত ব্যাপার তাই মনোবিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর। এই সম্পর্ক আলোচনা করার আগে জানতে হবে মনোবিজ্ঞান কী? আসুন প্রথমে দেখা যাক, মনোবিজ্ঞান শব্দটি কোথা থেকে এসেছে। গ্রীক ভাষা আত্মা ও বিজ্ঞান বিষয়ক দুটি শব্দ থেকে আত্মর বিজ্ঞান হিসাবে এই বিষয়ের জন্ম যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Psychology। ইংরেজি Psychology শব্দটি গঠিত হয়েছে গ্রীক Psyche (আত্মা) আর Logos (বিজ্ঞান) এ দুটি শব্দের সংমিশ্রণে। এই সাইকোলজির বাংলা করা হয়েছে মনোবিজ্ঞান। তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান কিন্তু মনের বিজ্ঞান নয় বরং এটা হলো মানুষ বা প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সমূহ। কারণ মনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়না। মনের অবস্থান, স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ অতএব, অন্যের মনকে বাইরে থেকে উপলব্ধি করা যায় না,

নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা যায় না। সুতরাং যে জিনিসটি কেবল ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়না তা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারেনা। তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আচরণকেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছেন কারণ আচরণই কেবল বৈজ্ঞানিক উপায়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

সুপ্রাচীন গ্রীক আমল থেকেই মনোবিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে। তখন এটি ছিল দর্শনের একটি শাখা, অধিবিদ্যার (Metaphysics) অংশ। সে সময় আত্মা বা মন ছিল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু যখন দার্শনিকরা উপলব্ধি করলেন যে, আত্মা বা মন এমন একটি সত্তা যার কোন বস্তুগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নেই তখন তারাই এটাকে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু থেকে বাদ দিলেন। ক্রমে ক্রমে মনের বদলে চেতনা, ধারণা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে অবশেষে দেখা গেল যে, কেবল আচরণ ছাড়া অপর কিছুই আর পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। অতএব কেবল প্রাণীর আচরণই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে। তাই বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন সত্তাগুলিকে ছেড়ে পরীক্ষণযোগ্য আচরণ নিয়েই গবেষণা ও পর্যালোচনা শুরু করেন।

মনোবিজ্ঞানের বিবর্তন

তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৭৯ সালে মনোবিজ্ঞান দর্শন থেকে আলাদা হয়ে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ ব্যাপারে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী উইলহেলম্ উন্ড (Wilhelm Wundt)। তিনি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরীক্ষণের উপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভূল তথ্য সংগ্রহ করতে হলে গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি জার্মানীর লিপজিগ শহরে বিশ্বের প্রথম মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৯)।

উন্ডের পরে ওয়াটসন (J.B.Watson) নামে অপর একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী আরো দৃঢ়তার সাথে আচরণকে মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার কথা বলেন। তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তর্ক-বিতর্কের পর বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়াকর্মগুলিকে বিবেচনার বাইরে রেখে কেবল পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণকেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ওয়াটসনের পর আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আচরণের পাশাপাশি মানসিক ক্রিয়াকর্মকেও পরীক্ষণের মাধ্যমে বিবেচনায় এনে দুটিকেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করেন। এতএব আধুনিক মনোবিজ্ঞান মানুষের মনের বিজ্ঞানের পরিবর্তে আচরণ ও মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মনোবিজ্ঞানের শাখা

একটি বিজ্ঞান হিসাবে জন্ম লাভের পর মনোবিজ্ঞান তার শাখা পল্লভ বিস্তার করতে শুরু করে। এসব শাখায় প্রাণীর বিশেষ করে মানুষের, বিভিন্নরকম আচরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা হল– শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিল্প মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান, সমাজ মনোবিজ্ঞান, প্রাণী মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। পরবর্তী পাঠে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সারমর্মঃ

যখন নতুন কোন জ্ঞান বা দক্ষতা ব্যক্তির মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন সাধন করে সেই পরিবর্তনই হল শিক্ষা। সংস্কৃত শাস ধাতু থেকে শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ নির্দেশ বা উপদেশ প্রদান। শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে আমৃত্যু সংঘটিত হতে থাকে তাই এর পরিধী অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষার সাথে মনোবিজ্ঞানের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে মনোবিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা হিসেবে অবস্থান করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক বিষয় ও বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই প্রধানত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

পাঠ ১.২

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান: সংজ্ঞা ও পরিসর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের আন্ত সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর আলোচনা করতে পারবেন।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

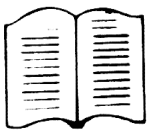

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানেরই একটি ফলিত শাখা। মনোবিজ্ঞান যেমন বিভিন্ন পরিবেশে প্রাণীর আচরণ পর্যালোচনা করে, তেমনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানও বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের শিখনজনিত আচরণের পর্যালোচনা করে। শিক্ষা প্রাধানত একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং এর প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যবহারের মার্জিতকরণ। সেদিক থেকে মনোবিজ্ঞানের সাথে শিক্ষার একটি সংযোগ রয়েছে কারণ মনেবিজ্ঞানেরও অন্যতম লক্ষ্য হলো আচরণের পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা। একজন মনোবিজ্ঞানীর কাজ হল প্রাণীর আচরণের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা এবং আচরণ সম্পর্কে সুগঠিত বৈজ্ঞানিক সূত্র ও জ্ঞানের উদ্ভাবন। অপর দিকে শিক্ষার কাজ হল সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ব্যাক্তির সার্বিক উন্নতি সাধন। সুতরাং এই শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

এপর্যায়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিধি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। বর্তমান বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা প্রাভাবিত। কারণ আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনের সার্বিক বিকাশ সাধন। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য, শিক্ষার্থীর জীবনের সুষ্ঠু ও সার্বিক বিকাশের জন্য তার নিজস্ব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা হলো জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ভিতরে সচেতনতা, আগ্রহ ও সক্রিয়তা সৃষ্টি করে তবেই শিক্ষাদান কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে হবে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে সমাজের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। সে কারণেই আজকালকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের রীতি নীতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকেও যথেষ্ট বৈজ্ঞানিকীকরণ করা হয়েছে। যেমন, পাঠদানকে আরো কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন উপকরণের প্রয়োগ, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার জন্য কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবহার, নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী শিখনের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাকে আগের তুলনায় অনেক বেশি মনোবৈজ্ঞানিক করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে ব্যক্তির মনোযোগ, স্মৃতি-বিস্মৃতি ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্‌ঘটিত হয়েছে এবং এসব তথ্য বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

উপরের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো মানুষ বা প্রাণীর শিক্ষা সংক্রান্ত আচরণের বিজ্ঞান। এটা মনোবিজ্ঞানের এমন একটি ফলিত শাখা যাতে মানুষের শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আচরণের সমস্যা ও সম্ভাবনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেগুলির সমাধানে মনোবিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে আলাচনা করা হয়। অতএব শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো এমন এক বিদ্যা যেখানে শিখন এবং শিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এর মূল প্রতিপাদ্য হল শ্রেণিকক্ষে কিভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অনুভূতি, দক্ষতা বা মনোভাবকে সহজভাবে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর নিকট সঞ্চালিত করা যায়।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী লিন্ডগ্রেন বলেন,

> *''শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের এমন একটি ফলিত শাখা, যাতে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিরসন এবং শিক্ষার কলাকৌশল ও কার্যক্রম উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি ও পদ্ধতি-প্রক্রিয়া কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।''*

মনোবিজ্ঞানী বার্ণার্ডের মতে,

> *''শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষেত্রে সংঘটিত আচরণ অনুশীলন করে। অর্থাৎ শিখন এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।''*

কোলেস্নিক নামক আর এক জন মনোবিজ্ঞানী বলেন,

> *''শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং এর উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানই হলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞান।''*

একই সাথে অন্যান্য শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরাও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাদের সবার সংজ্ঞার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া নীতিগত কোন তারতম্য নেই। তাই আর কোন সংজ্ঞা বর্ণনা না করে বরং এখানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতিগত কিছু আলোচনা করা যায়। এ বিষয়ে সবার মতামত পর্যালোচনা করে যা পাওয়া যায় তা হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান–

- মানুষের শিক্ষামূলক আচরণ পর্যালোচনা করে।
- শ্রেণী ও তার বাইরে শিশুর আচরণ পর্যালোচনা করে।
- শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে।
- শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানের মূল নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করে।
- বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর জীবনের সার্বিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা চালায়।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। এ বিষয়ের বইতে যেসব অধ্যায় রয়েছে তার সবগুলিই শিক্ষার্থী, শিখন ও শিক্ষণের আলোকে রচিত। যেমন, বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এখানে শিশুর বংশধারা, জন্মগ্রহণ, শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তার শিক্ষার সম্পর্ক আলোচিত হয়। অতএব দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা দেওয়ার কথাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সুতরাং শিক্ষাদানের সময় শিক্ষককে এ কথাটা মনে রেখে কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে তা বর্ণনা করা হয়। শ্রেণিতে প্রতিটি শিশুর উপযোগী করেই বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হয় তবেই শিশুরা মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। এই বিষয়টা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। শিখন সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয় আরো ব্যাপকভাবে। বিভিন্ন পরীক্ষার ভিত্তিতে শিখনের নানা সূত্র ও মতবাদ তৈরি হয়েছে, সেখানে আলাচনা করা হয় কী পদ্ধতিতে মানুষের শিখন সম্পূর্ণ হয়, সার্থকভাবে শিক্ষণ দিতে হলে তার প্রকৃতি অনুযায়ী কী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, কী করে বা কোন পরিস্থিতিতে মানুষ শিক্ষা করা বিষয়টি ভুলে যায়, অথবা কী করে এক শিক্ষার সাথে অন্য শিক্ষার উপযোজন হয় ইত্যাদি।

মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্কে জ্ঞান রাখা শিক্ষকদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ লেখাপড়া ব্যাপারটা অনেকাংশেই শিশুর মানসিকতার উপর নির্ভর করে। তাছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে অধিকাংশ সময়ই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যায়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সেদিক থেকে আমাদের অনেকাংশে সহায়তা করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের সুগঠিত করে গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করে। বিকারগ্রস্ত মানুষ কারো কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেনা তাই এ ধরণের শিশুদের সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্বও শিক্ষকদের। তাঁরা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে যাতে এ প্রয়োজনগুলির মোকাবেলা করতে পারেন সেটাই এ বিষয়ের আরো একটি উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্য চর্চা করার জন্য প্রয়োজন মূল্যায়ন ও পরিমাপন। শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদির পরিমাপন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে কারণ মূল্যায়ন বা পরিমাপন ছাড়া শিশুদের অগ্রগতি যাচাই বা তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিমাপন সম্পর্কিত জ্ঞান এ ব্যাপারে আমাদের সবসময়ই সাহার্য করে। মোট কথা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এখন এমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যা শিক্ষাঙ্গনে উদ্ভুত যেকোন ধরণের সমস্যা সমাধান করতে কিছুনা কিছু অবদান রাখতে পারে।

সারমর্ম:

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা এবং উভয় ক্ষেত্রেই এ বিষয় দুটির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও আচরণীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা। অতএব মানুষের আচরণীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে আরো বেশি মনোবৈজ্ঞানিক ও গবেষণা নির্ভর করে তুলতে হবে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এমন একটি শাখা যা শিক্ষার্থী শিখন, শিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন কর।

পাঠ ১.৩ শিখন ও শিক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখন ও শিক্ষণের আন্ত সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন;
- কলা বা বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির তুলনা করতে পারবেন।

শিখন ও শিক্ষণ

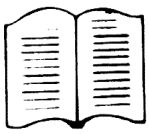

শিখন হল আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন। অর্থাৎ যে কাজটি পূর্বে শিক্ষার্থী করতে পারত না শিখনের ফলে এখন তা করতে পারছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই পরিবর্তন নিজে নিজে সম্পাদিত হয় না বরং কিছু পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন বা নির্দেশের ফলে সম্পাদিত হয়। শিখনের আর একটি বড় উৎস হল শিক্ষক, তিনি যা শিখাবেন শিক্ষার্থী তাই শিখবে। অতএব শিখন ও শিক্ষণ একই ব্যবস্থার দুটি প্রান্ত। এক প্রান্তে থাকে শিক্ষক, যিনি জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর চেয়ে বড়; তাঁর ভূমিকা হল নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকে শিক্ষার্থীর দিকে সঞ্চালিত করা। অপর দিকে থাকে শিক্ষার্থী, যে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে শুন্য তাই তার অবস্থান হচ্ছে সর্বদাই গ্রাহক পর্যায়ে; শিক্ষকের দিক থেকে যা পাওয়া যায় তাই সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অর্থাৎ শিক্ষক হলেন জগ এবং শিক্ষার্থী মগ। পানিটা কেবল এক পাত্র থেকে অপর পাত্রে ঢালা।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিশুকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে

শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপরোক্ত ধারণা একটি বহুল পরিচিত ও পুরাতন ধারণা যেখানে শিক্ষকই মূখ্য এবং শিক্ষার্থী গৌন। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এরূপ ধারণা সমর্থন করেনা। যখন থেকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে তখন থেকেই শিশুরা বিদ্যালয়ে পরিপুর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের আর শুন্যগর্ভ পাত্র হিসাবে দেখা হয়না। শিশুদের মন মানসিকতা ও পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী তারা শিক্ষার সাথে নিজেদের জড়িত করতে পারে। আধুনিক শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, এখানের শিক্ষার্থীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা, আশা, আকাঙ্খা, প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীকে ভালকরে জানা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে জানার পর শিক্ষক তাকে শেখার জন্য সক্রিয় করে তুলবেন এবং শিক্ষার্থীর নিজস্ব গতি অনুযায়ী শিক্ষণ অগ্রসর হবে। অতএব আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষণ হচ্ছে গৌন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীই মূখ্য।

শিক্ষণ কলা না বিজ্ঞান?

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকেই শিক্ষণ সম্পর্কে একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, শিক্ষণ কলা না বিজ্ঞান? এক সময় মনে করা হতো যে শিক্ষক জন্মায় তৈরি হয় না। অর্থাৎ একজন শিক্ষক স্বভাবসিদ্ধভাবেই হন আদর্শ ব্যক্তি, তাঁর মধ্যে থাকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা, প্রজ্ঞা, অন্তদৃষ্টি এবং মননশীলতা। এসব না থাকলে একজন ব্যক্তি শিক্ষক হতে পারেন না। একজন আদর্শ শিক্ষক শ্রেণিতে যে উপায়ে শিক্ষা দিবেন তা তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, এই

পদ্ধতি আর কারো পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব নয়। এই ধারণাটি শিক্ষণের কলা বিষয়ক তত্ত্বকে সমর্থন দিচ্ছে অর্থাৎ শিক্ষাদান এক প্রকার আর্ট বা কলা যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। অপর দিকে যাঁরা মনে করেন যে শিক্ষণ একটি বিজ্ঞান তাঁরা বলেন, শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা যে কারো পক্ষেই অর্জনোপযোগী। শিক্ষাদানের জন্য যেসব নীতিমালা ও পদ্ধতি রয়েছে তা শিখে যে কেউ শ্রেণিতে ব্যবহার করে ভাল শিক্ষক হতে পারেন। এই ধারণাটি হলো শিক্ষণের বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব। যারা বিজ্ঞান বিয়ষক এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে তাঁরা বলেন যে শিক্ষণ বা শিক্ষাদান হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ উপযোগী কয়েকটি ফর্মুলা বা পদ্ধতি যা নির্বাচন করে শ্রেণিতে প্রয়োগ করলেই শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হবে।

শিক্ষণের পক্ষে বিপক্ষে এই দুটি মতই বহুলভাবে প্রচলিত। তবে যারা এই দুটির যেকোন একটি চূড়ান্ত মতের পক্ষপাতি তারা হয়তো ভেবে দেখননি যে শিক্ষণ আসলে এই দুই পদ্ধতিরই সমন্বয়। শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, তাই শিশুদের যথার্থভাবে শিক্ষা দিতে হলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। আবার এইসব পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের মননশীলতা, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিশীলতার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। একজন শিক্ষকের মধ্যে যদি কেবল একটি দিকের বিকাশ ঘটে তবে তার পক্ষে শ্রেণি শিক্ষাদান কঠিন হবেনা বটে কিন্তু একজন সার্থক শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হয়ত সম্ভব নয়।

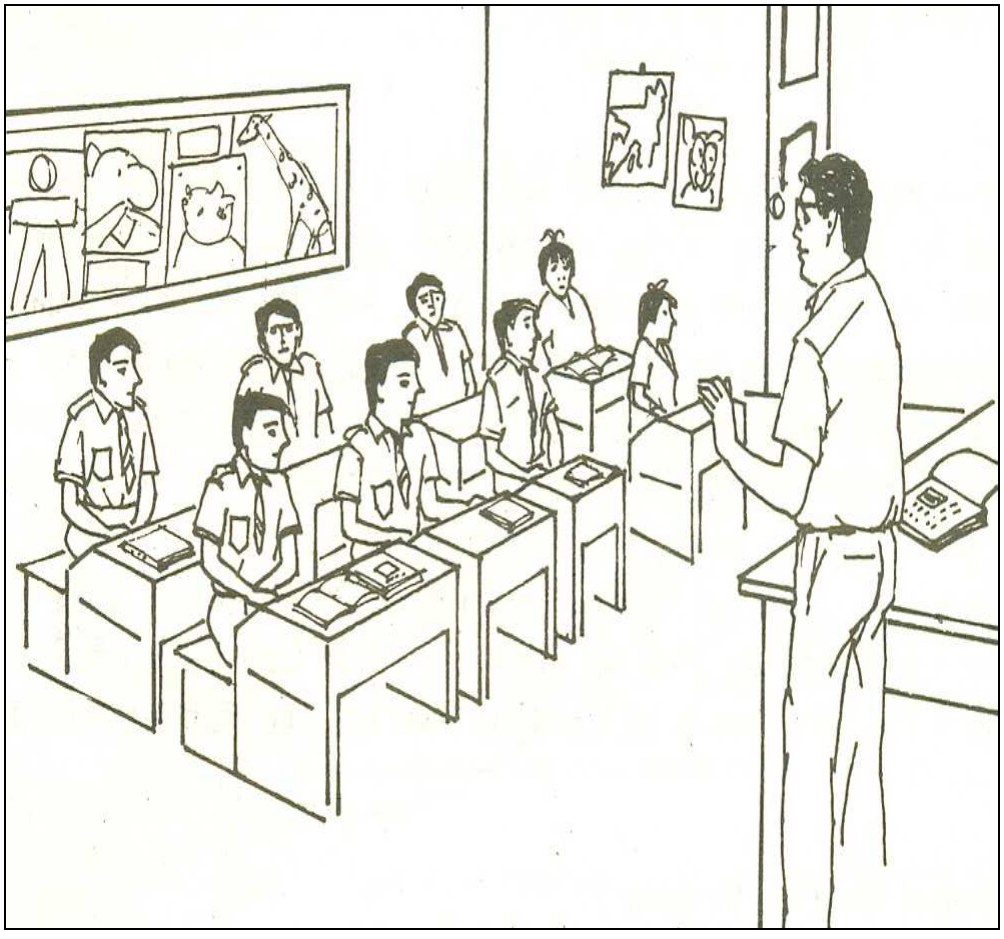

চিত্র ১.৩.১: একটি আধুনিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদান করছেন।

শিক্ষক ও শিক্ষাদান পদ্ধতি:

শিক্ষণের প্রকৃতি আলোচনার পর এবার দেখা যাক শিক্ষক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদির দিক দিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যালয়ের শিশুদের জীবনে চলার পথে সার্থকভাবে চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই এ দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে হলে আপনাকে সঠিকভাবে শিক্ষণের কলাকৌশল আয়ত্ব করতে হবে। এর জন্য আপনার প্রয়োজন মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি। শিক্ষা বিজ্ঞানী রাস্ক এর মতে, *"শিক্ষাদান পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিশু ও তার শিক্ষণীয় বিষয়ের মাঝে আকাঙ্খিত বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা"*। এখানে শিক্ষক হিসাবে আপনার প্রধান দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়, বয়স, মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীর সাথে সেতুবন্ধন রচনা করা। অতএব আপনার মনে রাখা দরকার যে, যে ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণের বিষয়বস্তু সহজ ও সাবলীল হবে, আপনি সে পদ্ধতিই অবলম্বন করবেন।

সারমর্ম:

প্রশিক্ষণ, প্রচেষ্টা বা অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে যখন তুলনামূলকভাবে স্থায়ী পরিবর্তন সৃষ্টি হয় সেই পরিবর্তনকেই শিখন বলে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণে শিক্ষণীয় কোন পরিবর্তন আনার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এখানে শিক্ষক হলেন দাতা এবং শিক্ষার্থী গ্রহীতা। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এরূপ দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ককে অস্বীকার করে শিশুকে মর্যদার আসনে বসিয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে এখন আর শুধু কলা হিসেবেই দেখা হয় না বরং বিজ্ঞান হিসেবেও শিক্ষণের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষণকে বর্তমানে বিজ্ঞান ও কলা এই উভয় দৃষ্টিকোন থেকেই বিশে- ষণ করা হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি সব বিষয়েই ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ইউনিট ১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. মনোবিজ্ঞানকে কোন বিষয়ের বিজ্ঞান বলা হয়?
ক. মনের বিজ্ঞান
খ. আত্মার বিজ্ঞান
গ. আচরণের বিজ্ঞান
ঘ. মানুষ ও প্রাণীর বিজ্ঞান।

২. মনোবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে কার অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক?
ক. উন্ড
খ. এরিস্টোটল
গ. ওয়াটসন
ঘ. প্লেটো।

৩. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কী চর্চ্চা করে?
ক. শিক্ষাদানের পদ্ধতি
খ. শিখনের মনস্তত্ব
গ. বিদ্যালয়ে শিশুর আচরণ
ঘ. মানুষের শিখন জনিত আচরণ।

৪. শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিরসন এবং শিক্ষার কলা কৌশল ও কার্যক্রম উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি ও পদ্ধতি-প্রক্রিয়া কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা আলোচনা করে যে বিজ্ঞান তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান- এই বক্তব্য কার?
ক. বার্ণার্ড
খ. লিন্ডগ্রেণ
গ. কোল্লেকি
ঘ. উন্ড।

৫. আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তনকে কী বলে?
ক. শিখন
খ. শিক্ষণ
গ. ব্যক্তিত্ব
ঘ. মনোবিজ্ঞান।

৬. যারা শিক্ষণকে একটি কলা হিসাবে দেখেন তারা এটাকে কীরূপ তৎপরতা বলে মনে করেন?
ক. যেকোন ব্যক্তির পক্ষেই আদর্শ শিক্ষক হওয়া সম্ভব
খ. একজনের শিক্ষণ কৌশল আর একজন আয়ত্ব করতে পারেনা
গ. শিক্ষক তার জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর নিকট সঞ্চালন করেন
ঘ. শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, এর জন্য প্রশিক্ষণ দরকার।

৭. "শিক্ষাদান পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিশু ও তার শিক্ষণীয় বিষয়ের মাঝে আকাংক্ষিত বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা"। বক্তব্যটি কার?
ক. উন্ড
খ. বার্ণার্ড
গ. লিন্ডগ্রেণ
ঘ. রাস্ক।

৮. শিক্ষাদান সম্পর্কে রুশো কী বলেছিলেন?
ক. শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কাছাকাছি যেতে হবে
খ. শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বন্ধু হতে হবে
গ. শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অভিভাবক হতে হবে
ঘ. শিক্ষককে শিক্ষার্থীর দলনেতা হতে হবে।

৯. সাবাইকে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে সুফল পাওয়া যায়না কেন? কারণ:
ক. শিক্ষার্থীরা সবাই ছোট
খ. শিক্ষার্থীরা সবাই খুব চঞ্চল
গ. সবার মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র রয়েছে
ঘ. সবাই একসাথে মনোযোগ দিতে পারেনা।

১০. শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?
ক. মনোবিজ্ঞানের সুষ্ঠূ জ্ঞান
খ. শিক্ষকের উপস্থিত বুদ্ধি
গ. শ্রেণির সুষ্ঠু পরিবেশ
ঘ. উপরের ক ও খ উভই।

নিজে করুন:

১. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে একজন শিক্ষককে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে আপনার কয়েকজন সহকর্মীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং এগুলির প্রত্যেকটির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (এর জন্য বিভিন্ন সাধারন মনোবিজ্ঞান বইয়ের সাহায্য নিন)।
৩. একজন আদর্শ শিক্ষকের কী কী গুণাবলী থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং আপনার পরিচিত কোন আদর্শ শিক্ষকের সাথে তা মিলিয়ে দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

১. আপনার নিজের ভাষায় শিক্ষার একটি সংজ্ঞা দিন।

২. গ্রীক আমলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিকদের ধারণা কী ছিল?

৩. মনোবিজ্ঞানকে কেন বিজ্ঞান বলা হয়?

৪. মনোবিজ্ঞানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

১. শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

২. মনোবিজ্ঞান কীভাবে শিক্ষার অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে?

৩. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দিন।

৪. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

১. শিখন ও শিক্ষণ বলতে কী বুঝেন, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আপনি কোন দৃষ্টিভংগীতে দেখেন, কলা না বিজ্ঞান?

৩. শ্রেণিতে শিক্ষাদানের জন্য একজন শিক্ষক কীভাবে তার পদ্ধতি নির্বাচন করবেন?

উত্তরমালা: ইউনিট ১

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। গ; ২। ক; ৩। গ; ৪। খ; ৫। ক; ৬। খ; ৭। ঘ; ৮। খ; ৯। গ; ১০। ঘ;